শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

পারিবারিক কলহ ও প্রতিকার

পারিবারিক কলহ ও প্রতিকার

মূল : শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

ভাষান্তর : আতাউল হক জালালাবাদী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৯
রবিউল আউয়াল ১৪৪১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১৬০, US $ 7. UK £ 5

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, বইবাজার, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Paribarik Koloh O Protikar
by **Allama Muhammad Taqi Usmani**
Translate : Ataul Haque Jalalabadi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। যাবতীয় শুকরিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।

গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার আল্লামা মুহাম্মাদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহুর *ইসলাহি খুতুবাতের* একটা খণ্ডের নির্দিষ্ট অংশের অনুবাদ। ইনশাআল্লাহ, ইসলাহি খুতুবাতের অন্যান্য খণ্ডগুলোও সময়ের ব্যবধানে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব।

বইটি অনুবাদ করেছেন সিলেটের প্রাচীনতম দীনি প্রতিষ্ঠান জামিয়া কাসিমুল উলুম দরগা হজরত শাহজালাল রাহ.-এর সিনিয়র মুহাদ্দিস ও শিক্ষাসচিব মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতিব আল্লামা উবায়দুল হক রাহিমাহুল্লাহুর সুযোগ্য সন্তান। উপরন্তু শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মাদ তাকি উসমানির সরাসরি ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছেন।

বইটি মূলত শাইখুল ইসলামের বয়ানসংকলন। সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠকের সুবিধার্থে কিছু জায়গায় ভাবানুবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মূল বইয়ে কুরআনের আয়াত ও হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ হয়নি। অনুবাদে গুরুত্বসহকারে রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনমতো টীকা সংযোজিত হয়েছে। উপশিরোনাম সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু উপশিরোনাম বাদ দেওয়া

হয়েছে; আবার কিছু উপশিরোনাম আমাদের পক্ষ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি এতে পাঠক উপকৃত হবেন।

বইটি প্রাথমিকভাবে আমি নিজেই একবার দেখেছি। যদিও জালালাবাদী সাহেবের কাজে হাত দেওয়া ধৃষ্টতার শামিল। তিনি উদারচিত্তে অনুমতি দেওয়ায় আমরা এই দুঃসাহস দেখাতে পেরেছি। এরপর ভাষাগত সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ করেছেন লেখক ও অনুবাদক নুরুজ্জামান নাহিদ। তিনি দেখে দেওয়ার পর আমি আবারও বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করি। আমার কাছে তার কাজ চমৎকার মনে হয়েছে। আল্লাহ তাকে উম্মাহর কল্যাণে কাজ করার তাওফিক দিন। প্রুফের কাজ করেছেন হাফিজুর রহমান।

বইয়ে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে দয়া করে আমাদের অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সংশোধন করে নেব। পাঠকের পছন্দ ও কল্যাণই আমাদের অভিযাত্রার পাথেয়।

আল্লাহ আমাদের সবার যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদ-বিষয়ে কিছু কথা

বর্তমান মুসলিমবিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামি চিন্তাবিদ, খ্যাতনামা মনীষী শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানির পাঠকক্ষ থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাঁর দারসের পরিতৃপ্তিমূলক বয়ান আজও আমার মনে পুলক জাগায়।

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি বর্তমান জামানার এক অনন্যসাধারণ ইসলামি প্রতিভা। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন যশস্বী ব্যক্তি। তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইসলামি অর্থনীতি, ব্যাংকিং প্রভৃতি-বিষয়ক খেদমতের কারণে তিনি আজ বিশ্বজোড়া খ্যাত। তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের দ্বারা মুসলিমবিশ্ব, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের দীনদার মহল প্রভাবিত। তিনি যেমন লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শনরূপে তুলে ধরছেন, তেমনি বক্তৃতার মাধ্যমেও। তাঁর গ্রন্থগুলো যেমন সময়োচিত চিন্তাধারা ও যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে প্রণীত, তেমনি তাঁর বক্তব্যগুলোও। আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থাবলি শিক্ষিতসমাজে যেমন ব্যাপকভাবে পঠিত, তেমনি সমাদৃতও। খাদিমুল কুরআন ও খাদিমুল হাদিস হিসেবে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদ্ধৃতিভিত্তিক জ্ঞানে পারদর্শী এবং ধর্মীয় ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়কারীরূপে, নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা দ্বারা কল্যাণধর্মী মানুষ হওয়ার বিচারে, বিচক্ষণ ফিকাহবিদ ও ধীমান অভিজ্ঞ বিচারপতি হওয়ার দিক দিয়ে, তত্ত্বানুসন্ধানী রচনাকার ও মুসলিম উম্মাহর সংশোধনকামী বক্তা হিসেবে এবং যেকোনো শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান আলোচক ও বিচারক হিসেবে—সব বিচারেই তিনি বিশেষ মর্যাদাবান এক মহান ব্যক্তিসত্তা।

ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কারমূলক কাজের যে শুভসূচনা করে গেছেন

আকাবিরে দেওবন্দ, সেই দেওবন্দের ভাষ্যকার হিসেবে বিরামহীনভাবে বিশ্ব পরিভ্রমণ করে তিনি তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন—যুগোপযোগী ভাষায় ইসলাহি বয়ান পেশ করে। হজরতের আধ্যাত্মিক চেতনাসমৃদ্ধ সেসব ইসলাহি বয়ান বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

নিশ্চয়ই উক্ত কথাগুলো তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা নয়; সব কথা নয়। আরও কথা আছে; আছে গুণগাঁথার অনেক অধ্যায়, যা তুলে ধরা হয়েছে তা ঝলকমাত্র।

বাংলাভাষায় ইসলামি সাহিত্য রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনার উজ্জ্বলতর সময় হলো বিগত কয়েকটি দশক। বর্তমানে এ কাজে তরুণ আলিমদের পদচারণা চোখে পড়ার মতো। বাংলাভাষায় ইসলাম-বিষয়ক মৌলিক রচনার পাশাপাশি আরবি ও উর্দুসাহিত্য থেকে বিস্তর অনুবাদের কাজও সম্পন্ন হয়েছে, যা প্রকাশিত হয়ে বাংলাভাষী মুসলমানদের দীনি চাহিদা পূরণে বিশাল অবদান রেখে চলেছে। তবে আক্ষেপের সুরে প্রকাশনার একটি দিক আলোচনায় আনতে হচ্ছে; তা হলো, ইসলামি বইয়ের ব্যাপক চাহিদা ও কাটতি দেখে নিছক ব্যবসায়িক মানসিকতাপুষ্ট কিছু প্রকাশনাসংস্থা গ্রন্থের বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান বিবেচনায় না নিয়েই কেবল প্রকাশ-সংখ্যা বাড়ানো ও যেকোনো উপায়ে ক্রেতার হাতে একটা কিছু ধরিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

সম্প্রতি ভারতের তামিলনাড়ু থেকে এন.এম. হাশিম এন্ড কোম্পানির কর্ণধার আলহাজ এন. ফারুক আহমদ خاندانی اختلافات کے اسباب اور ان کا حل নামক তাঁর প্রকাশিত কিতাবটি আমার নামে হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছেন। কিতাবটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানির 'পারিবারিক কলহ ও প্রতিকার'-বিষয়ক ছয়টি বয়ান। বয়ানগুলো *ইসলাহি খুতুবাতে*ও পরিবেশিত হয়েছে। *ইসলাহি খুতুবাতে*র যে কটি খণ্ড বাংলায় অনূদিত হয়ে বাজারজাত হয়েছে, তাতেও এ বয়ানগুলো আছে।

হাদিয়াস্বরূপ প্রাপ্ত উক্ত কিতাবটির গুরুত্ব বিবেচনায় সৃজনশীল প্রকাশনাসংস্থা কালান্তর প্রকাশনীর উদ্যমী প্রকাশককে তা অনুবাদ করে প্রকাশ করার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করলাম। বাংলাভাষায় লেখালেখির যোগ্যতা তো নেই-ই। বিশেষ করে এমন জ্ঞানগর্ভ বয়ানের অনুবাদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়। তবুও উস্তাদে মুহতারামের ইসলাহি এই খেদমত বাংলাভাষী জনগণের

কল্যাণে প্রচার করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বয়ানগুলোর অনুবাদে হাত দিই।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ইসলাহি খুতুবাতের* বঙ্গানুবাদে এই ছয়টি বয়ানও স্থান পেয়েছে। তাহলে নতুন করে অনুবাদ করার প্রয়োজন কেন দেখা দিলো? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ইসলাহি খুতবাতের* অনুবাদে বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার ঢাকা সম্ভবত কঠিন বিবেচনা করে অনেক উর্দু বাক্যের অনুবাদই করেনি। যতটুকু করা হয়েছে তাতে এমন কিছু ত্রুটি নজরে আসে, যা দেখে ভিরমি খাওয়ার জোগাড় হয়।

পাঠককে আমার ব্যথায় সমব্যথী করার মানসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অনুবাদের কয়েকটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরছি :

(১) جب تک وہ کفر بواح کا ارتکاب نہ کرے۔

প্রকাশিত অনুবাদ : যতক্ষণ সে তোমাদের উপর কুফুরি চাপিয়ে দেয়। (পৃ. ১১)

বর্তমান অনুবাদ : যতক্ষণ-না সে প্রকাশ্য কুফুরিতে লিপ্ত হয়।

(২) (ابوبکر اور عمر) ایک جان دو قالب تھے۔

প্রকাশিত অনুবাদ : যেন দুই অন্তরে এক প্রাণ। (পৃ. ৩০)

বর্তমান অনুবাদ : (আবু বকর ও উমর রা.) ছিলেন দুটি দেহ একটি প্রাণ।

(৩) کوئی بات آپ تشنہ چھوڑ کر نہیں گئے۔

প্রকাশিত অনুবাদ : তিনি শুধু পিপাসা লাগিয়ে যাননি। (পৃ. ৩৩)

বর্তমান অনুবাদ : কোনো কথাই তিনি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ও অসম্পূর্ণ রেখে যাননি।

(৪) اگرچہ سو فیصد نہیں ہو سکتے۔

প্রকাশিত অনুবাদ : যদিও তার এক-শতাংশ অর্জন করাও সম্ভব নয়। (পৃ. ৪৫)

বর্তমান অনুবাদ : শতভাগ অর্জন করতে না পারলেও।

(৫) رجوع کرنا

প্রকাশিত অনুবাদ : কথাকে প্রত্যাবর্তন করা। (পৃ. ৭৪)

বর্তমান অনুবাদ : দ্বারস্থ হওয়া।

(৬) رشوت- راشی

প্রকাশিত অনুবাদ : সুদ, সুদ গ্রহণকারী। (পৃ. ৭৪, ৮২)

বর্তমান অনুবাদ : ঘুষ, ঘুষ প্রদানকারী।

এই হচ্ছে বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ইসলাহি খুতুবাতের* অনুবাদে ভুলের কিছু নমুনা।

এখানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অন্যের ভুল ধরা যতটা সহজ, নিজের ভুল ধরতে পারা ততটা সহজ নয়। এ বয়ানগুলোর অনুবাদ করতে গিয়ে যতই পরিশ্রম করে থাকি না কেন, অনুবাদটি যে শতভাগ মূলানুগ ও বিশুদ্ধ হয়ে গেছে—এ দাবি করার হিম্মত কীভাবে করতে পারি? অবশ্য চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য ভুলের পরিমাণ কমিয়ে আনার। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই এ জাতীয় দুরূহ কাজে হাত দেওয়া।

আল্লাহপাক আমানতদারির সঙ্গে দীনের সকল শাখায় কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আতাউল হক
মিতালী ১০/২
সুবিদবাজার, সিলেট
১ মুহাররাম ১৪৩৯

সূচিপত্র

প্রথম আলোচনা	১৭
মনীষী আবুদ্ দারদা	১৭
প্রশ্নোত্তরে মনোযোগী করা	১৭
দীনের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলুন	১৮
'ঈপ্সা' মানুষকে অস্থির করে তোলে	১৮
দীনের প্রতি সাহাবিগণের আগ্রহ	১৯
হানজালা রা.-এর পরকালচিন্তা	১৯
উমর ফারুক রা. এবং পরকালচিন্তা	২০
ব্যাকুলতা সৃষ্টি হলে সাহায্য আসে	২০
নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ	২১
রোজার ফজিলত	২১
সাদকার ফজিলত	২২
ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা সর্বোত্তম আমল	২২
সমঝোতা করে দেওয়া নফল ইবাদত হতে উত্তম	২৩
ঝগড়াবিবাদ দীনকে ন্যাড়া করে দেয়	২৩
ঝগড়ার কুফল	২৪
আপস-মীমাংসায় গিয়ে নবিজির জামাআত ছুটে যাওয়া	২৪
জান্নাতের মধ্যভাগে ঘর বরাদ্দের অঙ্গীকার	২৪
হত্যাকারী ও হত্যার শিকার উভয় জাহান্নামি	২৫
হাবশি গোলামের আনুগত্য করবে	২৬
জীবনটা এখন সাক্ষাৎ জাহান্নাম	২৬

ঝগড়া বাধায় এমন কাজ করা ২৭
এমন ব্যক্তি মিথ্যুক নয় ২৭
এটি সব মুসলমানের জন্যই দুআ ২৮
ইবলিসের প্রকৃত অনুচর কে ২৯
ঘৃণা ছড়ানো বড় অপরাধ ৩০
ঝগড়া পরিহার করার উপায় ৩০
ঝগড়া মেটানোর একটি শর্ত ৩০
হাজি ইমদাদুল্লাহ রাহ.-এর কথা ৩১
ঐক্যের পূর্বশর্ত দুটি : বিনয় ও স্বার্থত্যাগ ৩১
'অহংকার' ঐক্যের অন্তরায় ৩২
স্বাচ্ছন্দ্যকর জীবনের জন্য উত্তম ব্যবস্থাপত্র ৩২
ভালো কিছু প্রত্যাশা করবে না ৩৩
শত্রুর বেলায় কোনো অভিযোগ-অনুযোগ থাকে না ৩৩
শুধু এক সত্তার কাছে প্রত্যাশা করো ৩৩
'বিনয়' ঐক্যের প্রথম সোপান ৩৪
ঐক্যের দ্বিতীয় সোপান 'স্বার্থত্যাগ' ৩৪
স্বার্থ-বিসর্জনে সাহাবিগণের অবস্থান ৩৫
এক সাহাবির আত্মদান ৩৫
আত্মত্যাগ কাকে বলে ৩৬
এক ব্যক্তির ক্ষমা পাওয়ার ঘটনা ৩৬
স্বার্থপরতা ছেড়ে দাও ৩৭
পছন্দের মাপকাঠি অভিন্ন হওয়া ৩৮
দ্বৈত মাপকাঠি পরিহার করুন ৩৮

দ্বিতীয় আলোচনা ৪০
ইসলামে বৈরাগ্য নেই ৪১
কারও সঙ্গে থাকলে আঘাত পাবে ৪১
আল্লাহর কুদরতের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ মানুষের চেহারায় ৪২
রঙের ভিন্নতায় কুদরতের কারিশমা ৪২
আঙুলের অগ্রভাগে আল্লাহর কুদরত ৪৩
আঙুল-রেখাবিদদের দাবি ৪৩

আঙুলের রেখাগুলোকে আমি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম	৪৩
আয়াত পড়ে ইসলামগ্রহণ	৪৪
আল্লাহর মহান কুদরত	৪৪
দুই মানুষের স্বভাব-চরিত্রে ভিন্নতা	৪৪
সাহাবিগণের স্বভাবে ভিন্নতা ছিল	৪৫
নবিপত্নীগণ এবং নবির মধ্যে মতান্তর	৪৫
নবি কারিম সা.-এর প্রতি আয়েশার অভিমান	৪৫
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কগত অসন্তুষ্টি	৪৬
উমর ও আবু বকর রা.-এর মেজাজে ভিন্নতা	৪৬
আবু বকর ও উমর রা.-এর মধ্যে মতভিন্নতার ঘটনা	৪৭
স্বভাবের ভিন্নতা সত্য ও যথার্থ	৪৮
সবর না করলে ঝগড়া বাধবে	৪৯
কষ্ট লাঘব করার উপায়	৪৯
শুধু ভালোটাই দেখুন	৫০
একটি মজার ঘটনা	৫১
স্ত্রীর কাজ নিয়ে ভাবুন	৫১
দোষ-ত্রুটির প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার পরিণাম	৫২
হতে পারে ভুল আপনার	৫২
উভয় আপন স্থানে সঠিক	৫২
একেবারে সোজা করতে চাইলে ভেঙে ফেলবে	৫৩
বাঁকা স্বভাবের মধ্যেই নারীর সৌন্দর্য নিহিত	৫৩
বাঁকা হওয়া একটি আপেক্ষিক বিষয়	৫৪
নারীর কুটিলস্বভাব প্রকৃতিজাত	৫৪
বুড়ি ও ঈগলের কাহিনি	৫৪
কিছুতেই প্রশান্তি লাভ হবে না	৫৫
আপনার লাভটা কী?	৫৬
ধৈর্যধারণের সওয়াব	৫৬
বদলা নিলে লাভ কী	৫৭
বদলা নিতে হলে সমতা বজায় রাখুন	৫৮

তৃতীয় আলোচনা	৫৯
কষ্ট সয়ে যাওয়া	৫৯
সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল সত্তা	৬০
আল্লাহর সহনশীলতা দেখুন	৬০
গণতন্ত্রের দর্শন অনুসরণের কুফল	৬১
কাফিরের সঙ্গে সদাচরণ	৬১
আল্লাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করুন	৬২
দুনিয়াতে বদলা নিয়ো না	৬২
ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম	৬৩
কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কোরো না	৬৪
বদলা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন	৬৫
সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাবে	৬৫
অন্যকে কষ্ট দিয়ো না	৬৫
প্রধান বিচারপতি দৈনিক ২০০ রাকাআত নফল ...	৬৬
প্রকৃত মুসলমান কাকে বলে	৬৬
রাসুলের অনুশাসনকৌশল	৬৭
নওমুসলিমদের মধ্যে গনিমতের মাল বিতরণ	৬৭
মুনাফিকের কাজ ঝগড়া বাধানো	৬৮
রাসুলের বিজ্ঞোচিত ঘোষণা	৬৮
রাসুলের একান্তজন ছিলেন কারা	৬৯
আনসারিদের ধৈর্যধারণের নসিহত	৭০
নসিহতের উপর আনসারিদের আমল	৭০
আনসারিদের অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখবে	৭১
প্রত্যেকে আপন দায়িত্ব পালন করে যাবে	৭১
প্রত্যেকেই আজ নিজের অধিকার দাবি করছে	৭১
প্রত্যেকে নিজের অবস্থান যাচাই করে দেখুন	৭২
চতুর্থ আলোচনা	৭৩
পারিবারিক কলহের আরেকটি কারণ	৭৩
মালিকানা স্বতন্ত্র হওয়া চাই	৭৩
পিতা-পুত্রের যৌথ ব্যবসা	৭৪

পরে হয় ঝগড়া ৭৪
লেনদেন পরিষ্কার রাখা চাই ৭৫
অবিলম্বে মিরাস বণ্টন করুন ৭৫
মিরাস দ্রুত বণ্টন না করার পরিণতি ৭৬
ঘরের আসবাবপত্রে মালিকানা চিহ্নিত করা দরকার ৭৬
মুফতি সাহেব রাহ.-এর সতর্কতা ৭৭
ভাইদের মধ্যেও হিসাব পরিষ্কার থাকা চাই ৭৮
গৃহনির্মাণ এবং হিসাবে স্বচ্ছতা ৭৮
অন্যকে বাড়ি দান করার সঠিক পদ্ধতি ৭৯
শরিয়ত মেনে চলাই সব সমস্যার সমাধান ৭৯
সারকথা ৭৯

পঞ্চম আলোচনা ৮০
ঐক্য নষ্ট হওয়ার আরও একটি কারণ ৮০
প্রয়োজনে আইনের আশ্রয়গ্রহণ করতে পারো ৮১
তর্কবিতর্ক পরিহার করুন ৮১
ঝগড়া-বিবাদ ইলমের জ্যোতি কেড়ে নেয় ৮১
তোমার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া ৮২
অভিযোগ ও দোষারোপ পরিত্যাগ করো ৮২
তার কাজের সুন্দর ব্যাখ্যা বের করুন ৮৩
মুফতি আজিজুর রহমান রাহ.-এর মহদাচরণ ৮৩
মনকে সুন্দর করুন ৮৪
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ৮৪
গতকাল কী ছিলেন আজ কী হয়ে গেলেন ৮৫
কোন ধরনের কৌতুক জায়েজ ৮৫
ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা জায়েজ নয় ৮৬
মানুষের সম্মান বায়তুল্লাহর চেয়েও বেশি ৮৬
এমন ঠাট্টা-বিদ্রুপ অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক করে ৮৭
ওয়াদা পূরণ করুন ৮৭
শিশুর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করুন ৮৮
আইন অমান্য করা ওয়াদা-খেলাপি ৮৯

শরিয়তবিরোধী নয় এমন আইন মানতে হবে	৮৯
আইনবিরোধী কাজ করা ওয়াদাভঙ্গের অন্তর্ভুক্ত	৯০
ট্রাফিক-আইন মেনে চলুন	৯০
বেকারভাতা গ্রহণ করা	৯০
ষষ্ঠ আলোচনা	৯২
মারাত্মক ধরনের খেয়ানত	৯২
সে হবে আমানতদার	৯৩
মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট	৯৩
মাদরাসার সত্যায়ন	৯৪
ভুয়া চারিত্রিক সনদপত্র	৯৫
বর্তমানে সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই	৯৫
এটাও কলহের কারণ	৯৫
অতীতকর্মের প্রতিকার কীভাবে হবে	৯৬
রাসুলের ক্ষমা চাওয়া	৯৬
রাসুলের উঁচু মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান	৯৭
প্রতিশোধ নিতে এক সাহাবির এগিয়ে আসা	৯৮
সবার সাথে মিটমাট করে ক্ষমা চেয়ে নাও	৯৮
থানবি রাহ.-এর ক্ষমা চাওয়া	৯৮
মুফতিয়ে আজমের ক্ষমা চাওয়া	৯৯
বলা ও শোনার ক্ষমা-প্রার্থনা	১০০
অজ্ঞাত ঠিকানার ব্যক্তি থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায়	১০০
জীবিতদের উদ্দেশে ইসালে সওয়াব	১০১
সর্বজনীন দুআ	১০১
একটি ভুল ধারণার অপনোদন	১০২
শেষ কথা	১০৩

প্রথম আলোচনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ. [سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ماقي اصلاح ذات البين ٤٩١٩

মনীষী আবুদ্ দারদা

উপর্যুক্ত হাদিসটি আবুদ্ দারদা রা.[১] থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাহাবিগণের মধ্যে উঁচু স্তরের ওলি ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে حَكِيْمُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ 'এই উম্মতের মনীষী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন।

প্রশ্নোত্তরে মনোযোগী করা

তিনি বর্ণনা করেন, একবার রাসুল সা.[২] সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের নামাজ-রোজা, দান-সাদকা থেকে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আমল বলে দেবো না?'

রাসুলের নিয়ম ছিল, কোনো বিষয়ের গুরুত্ব বোঝানোর ইচ্ছা হলে প্রথমে

১ বইয়ে যত জায়গায় 'রা.' আসবে, সেখানে 'রাজিআল্লাহু তাআলা আনহুম' পড়া উত্তম।

২ বইয়ে যত জায়গায় 'সা.' আসবে, সেখানে পূর্ণ দুরুদ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়া জরুরি।

সাহাবিগণকে প্রশ্ন করতেন, যেন তাঁদের অন্তরেও বিষয়টি জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অন্তরে কৌতূহল ও আগ্রহ থাকলে যেকোনো কথা প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কৌতূহল না থাকলে যত ভালো কথাই বলুন, যত সুন্দর ব্যবস্থাপত্র দিন, যত উন্নত শিক্ষাই প্রদান করুন কোনো লাভ হবে না। কৌতূহল ও আগ্রহ অনেক বড় সম্পদ।

দীনের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলুন

এ জন্য ওলি-বুজুর্গগণ বলেছেন, মানুষের সফলতার চাবিকাঠি হলো নিজের মধ্যে দীনের প্রতি, আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। আগ্রহ ও তলব কারও অর্জন হয়ে গেলে আল্লাহ নিজে তাকে সাহায্য করবেন। এটাই আল্লাহ তাআলার রীতি। আল্লামা রুমি রাহ. বলেন,

آب کم جو تشنگی آور بدست

تا بجوشد آب از بالا و پست

> পানি অনুসন্ধান করো কম, তৃষ্ণা জাগাও বেশি। তৃষ্ণার্ত ও পিপাসাকাতর হতে পারলে উপর-নিচ সবদিক হতে পানির ঝর্ণা বইবে।

এটাই আল্লাহর রীতি।

আল্লাহপাক তাঁর দয়াগুণে আমাদের সবার অন্তরে ঈপ্সা জাগিয়ে দিন। আমিন।

‘ঈপ্সা’ মানুষকে অস্থির করে তোলে

তলব বা ঈপ্সা এমন এক অনুভূতি, একবার যদি মানুষের হৃদয়ে তা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে তাহলে আর শান্তি নেই, শুধু অস্থিরতা আর অস্থিরতা! লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই শান্তি পায় না। একটি উদাহরণ দেখুন, ক্ষুধা লাগা মানে খাবারের চাহিদা। তো যখন মানুষের ক্ষুধা পায় তখন তার কি স্বস্তি থাকে? অন্য কোনো কাজে মন বসে? ক্ষুধা লাগলে খাবারগ্রহণ ছাড়া কোনো ধরনের স্বস্তি পায় না। পিপাসা পেলে পানি পান ছাড়া অস্থিরতা দূর হয় না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে দীনের এরূপ তলব দান করুন। দীনের